স্বাস্থ্যসেবা জাতীয়করণ

এই কঠিন করোনা কালে যখন আমাদের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশের অধিকাংশ গরীব প্রান্তিক জনগণের সবচেয়ে দুর্দিন তখন বেসরকারি স্বাস্থ্যপরিসেবা তাদের কোনো কাজেই এল না--- এটা সর্বসমক্ষে প্রকাশ হলো।অথচ এরাই সাধারণ সময়ে সেই অর্থে কিছুমাত্র সম্পন্ন ও মধ্যবিত্ত জনগণের থেকে স্বাস্থ্য পরিষেবার নামে অধিক পরিমান অর্থ উপার্জন করেছে।শুধুমাত্র সরকারি হাসপাতালগুলো যেগুলো বেসরকারিকরণের যুগে অবহেলিত ছিল সেগুলোই ভারতের জনগণের উদ্ধারের কাজে এসেছিল।লকডাউন এর আগে আশি শতাংশ রোগী বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা তে যাচ্ছিলেন কারণ সরকারি হাসপাতালগুলোতে টাকা যোগান দিতে সরকার অবহেলা করে।যেমন উদাহরণস্বরূপ মর্যাদাপূর্ণ সরকারি হাসপাতালগুলো যেগুলোতে মেডিকেল কলেজ সংযুক্ত রয়েছে সেখানেও সঠিক ইসিজি মেশিন থাকতো না।রোগীদের মেডিকেল পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং ওষুধ বাইরে থেকে নেওয়ার নিয়মিত পরামর্শ দেওয়া হতো।যন্ত্রপাতি থেকে শুরু করে কর্মচারী, ওষুধ সব ক্ষেত্রেই সরকারি হাসপাতালগুলোকে অভাব এর সম্মুখীন হতে হয়েছে।

বেসরকারি ডাক্তাররা সাধারণ সময়েও এত বেশি পারিশ্রমিক দাবি করেছেন এবং রোগীদের অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষা করানো,ওষুধ দেওয়া এবং সার্জারি করিয়েছেন যে সেগুলো এখন সবার সামনে প্রকাশ হয়ে গেছে।আমরা এর মধ্যে কিছু প্রতিবেদন পেতে থাকি এবং এগুলোকে ঝুড়িতে থাকা কিছু খারাপ আপেল হিসেবে চিহ্নিত করি।এদিকে পাঁচটি তারকাচিহ্নিত কর্পোরেট হাসপাতাল থেকে শুরু করে অন্যদিকে নিম্নমানের ছোট বেসরকারি হাসপাতাল সবক্ষেত্রেই রোগীরা আর্থিকভাবে এবং স্বাস্থ্যপরিসেবা পেতে দুর্ভোগের সম্মুখীন হয়েছেন।

কিন্তু করোনা সমস্ত সিস্টেমটিকে পুরোপুরি সবার সামনে উন্মোচন করে দিয়েছে।লকডাউন ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বেসরকারি হাসপাতালগুলো তাদের শাটার বন্ধ করে দিয়েছে।তারা যাদের করোনা হয়নি সেইসব সেইসব রোগীদেরও দেখা এবং ভর্তি নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে।এমনকি বেসরকারি সংস্থার অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা ,যা সরকারি পরিষেবা থেকে 10 গুণ বেশি কাজের ছিল , তারাও কাজ করা বন্ধ করে দিল।যখন তাদের করণা রোগীদের পরিষেবা দিতে বাধ্য করা হলো, আমরা জানি, তারা কত বেশি অর্থ দাবি করল। এরকম কিছু উদাহরণ রিপোর্টে পাওয়া

গিয়েছিল, যখন সাধারণ রোগীরা অনেক দরা দরি করার করার পর পরিষেবা পেয়েছিল।সুতরাং অন্যান্য ব্যবসার মতই এক্ষেত্রেও অর্থ লালসা প্রকাশ হয়ে পড়েছিল।

এই কারণে এবং হালকা লক্ষণযুক্ত করোনা রোগীদের ভর্তি নিতে এবং এমনকি লক্ষণ হীন করনা পজিটিভ রোগীদের প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারান্টিনে রাখতে সরকারি হাসপাতালগুলোকে অতিমাত্রায় চাপ সহ্য করতে হয়েছে। স্পষ্টতই চিকিৎসা এবং অন্যান্য পরিষেবা লক্ষণহীন করনা রোগীদের কারণে দিশাহীন হয়ে পড়েছিল। অতিরিক্ত বিধিনিষেধ মেনে করণায় মৃত ব্যক্তির শ্মশানে সময়-সাপেক্ষ শব দাহ করার পদ্ধতির জন্য সারা শহর জুড়ে যাদের মৃত্যু হয়েছে , তাদের মৃতদেহ সরকারি হাসপাতালে স্তূপীকৃত হয়েছে।এখন আমাদের স্বীকার করে নিতে হবে যে, এই সমস্ত কিছু সত্ত্বেও মূলত স্বাধীনতার পর থেকে উনিশশো নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত যে সরকারি সুযোগ-সুবিধা তৈরি করা হয়েছিল , সেটাই এই সংকটের সময় আমাদের মেরুদন্ডের মত দাঁড়িয়ে আছে।

আমরা ভারতের মানুষ, এর থেকে যে শিক্ষা পেয়েছি তা হল যে ,স্বাস্থ্য আমাদের জীবনের এমন একটি সংবেদনশীল এবং গুরুত্বপূর্ণ অংশ যা আমরা সমান্তরালভাবে চলমান সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থার জন্য অবহেলা করতে পারিনা।আমরা দেখেছি যে ,এই রকম পরিস্থিতিতে অনেকগুলো ফ্যাক্টর কাজ করে,

সরকারি সংস্থাগুলো অবহেলিত হয় এবং বেসরকারি সংস্থাগুলো অনেক বেশি বাণিজ্যিক হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত জনস্বার্থ রক্ষিত হয় না।

আমাদের এখন যেটা দরকার সেটা হলো ,একটি শক্তিশালী জাতীয় স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থার দিশা নির্দেশ, যেখানে আমাদের দেশের সব সংস্থান গুলো দেশের মানুষের যত্ন নেওয়ার জন্য সচেষ্ট থাকবে।অবশ্যই সরকারকে এই খাতে অনেক বেশি খরচ করতে হবে এবং তার জন্য সরকারকে ধনী ব্যক্তিদের থেকে কর নিতে হবে।বছরের পর বছর ধরে তাদেরকে কর সুবিধা, ভর্তুকি, করমুক্ত সময়-কাল ,কর ছাড় , বেল আউটস এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দিয়ে আসা হচ্ছে। সুপার রিচ কর হলো অনেকটা এইরকম কিন্তু অন্যথায় ধনী ব্যক্তিদের জন্য ট্যাক্স স্ল্যাব খুবই কম।

কিছু লোকের অতিরিক্ত বিলাসবহুল জীবনের চেয়ে মানুষের জীবন অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।সারা পৃথিবীর অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় যে, যেখানে স্বাস্থ্য পরিষেবার জাতীয়করণ করা হয়েছে সুশাসনের সঙ্গে , সেখানে একদিকে যেমন অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা , ওষুধ এবং সার্জারি এড়ানো গেছে, তেমনি অপর দিকে প্রয়োজনের সময় সব সময় তা উপলব্ধ হয়েছে।

সেই কারণে আমাদের নিম্নলিখিত দাবি গুলি হল,----

1. অবিলম্বে সমস্ত বেসরকারি হাসপাতালগুলো কে প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণ এবং সম্পত্তির অবমূল্যায়নের মূল্য দিয়ে অধিগ্রহণ করা প্রয়োজন। ছোট ক্লিনিকগুলোকে পাড়ার সরকারি ক্লিনিকে রূপান্তরিত করতে হবে।

2. সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার যে চেইন বিদ্যমান আছে , যেমন গ্রামের উপকেন্দ্র , প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র, কমিউনিটি হেলথ কেয়ার সেন্টার থেকে জেলা স্তরের হাসপাতাল এবং মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতাল এই সবগুলি কে শক্তিশালী এবং বিস্তৃত করতে হবে।

3. এসব কেন্দ্রে পর্যাপ্ত ডাক্তার , নার্স এবং অন্যান্য প্যারামেডিকেল স্টাফ উপলব্ধ হতে হবে। সমস্ত ডাক্তারদের স্নাতকোত্তর হওয়ার আগে গ্রাম স্তরের পরিষেবা বাধ্যতামূলক করতে হবে এবং তারপরে প্রয়োজনমতো পরিবর্তন করতে হবে। আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, দেশের সংস্থান সমুহ এবং দরিদ্র রোগীরা ডাক্তারদের প্রশিক্ষণ এর কাজে ব্যবহৃত হয়।

4. ডাক্তারদের এবং অন্যান্য চিকিৎসা কর্মীদের সম্মানজনক উচ্চ বেতন প্রদান করতে হবে। তারপর অভিজ্ঞতা ও ডিগ্রির ভিত্তিতে সেটা বাড়াতে হবে যেমন আই এ এস অফিসার দের ক্ষেত্রে করা হয়।

5. সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো , স্বাস্থ্যপরিসেবা তদারকি করার জন্য জনগণের প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ।

6. একটি হাসপাতাল প্রশাসনের কমিটিতে ডাক্তারদের প্রতিনিধি, অন্যান্য প্যারামেডিকেল কর্মীদের প্রতিনিধি এবং জনগণের প্রতিনিধি সরাসরি নির্বাচন করতে হবে ,প্রতিদিনের সমস্যার সমাধানের জন্য।

7. হাসপাতালগুলোকে প্রত্যেক মাসে একটি করে সাধারণসভা করতে হবে, যেখানে জনগণের পরামর্শ এবং অভিযোগ শোনা হবে। কমপ্লেন বক্স এবং সাজেশন বক্স রাখতে হবে। এই বাক্স গুলো ওই মিটিংয়েই খোলা হবে।

8. ব্যাংক এবং অন্যান্য সংস্থাগুলো তাদের ক্রিয়া-কলাপ কে আরো উন্নত করার জন্য যে পদ্ধতি অবলম্বন করে হাসপাতালগুলোতেও তাই করতে হবে। প্রত্যেক রোগীকে একটি সমীক্ষার ফর্ম দেওয়া উচিত (যারা সক্ষম তাদের জন্য ডিজিটাল) যাতে তারা তাদের প্রত্যেকবার চিকিৎসার অভিজ্ঞতা জানাতে পারেন।

9. সকল শিক্ষার্থীকে স্নাতক স্তরে ওষুধের বিভিন্ন রকম ধারা (যেমন হোমিওপ্যাথি,এলাপাতি, আয়ুর্বেদ ইত্যাদি) সম্পর্কে সুপরামর্শ দিতে হবে। শুধুমাত্র বিশেষীকরণের পর্যায়ে তারা পৃথক প্রশিক্ষণ পাবে। এইভাবে রোগীদের সর্বোত্তম চিকিৎসা দেওয়া সম্ভব হবে।

10. পরিবেশ বিজ্ঞান এবং কিভাবে বন্যপ্রাণী থেকে বিভিন্ন জীবাণু মানুষের শরীরে প্রবেশ করছে, সেটাও পাঠ্যক্রমের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হওয়া উচিত।

সরকারকে এই সমস্ত কিছু করতে বাধ্য করার জন্য জনগণের পক্ষ থেকে এটা একটা জোরালো দাবি।জনগণের জীবনকে গুরুত্বসহকারে নেওয়াই হলো সুরক্ষিত ভবিষ্যতের একমাত্র পন্থা।

-ডক্টর মায়া ভালেচা

Email: maya11156@gmail.com

Contact no.: +917016002688